যুগান্তর

তারিখ 24 FEB 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম

পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ নেই

ভোলায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা বৃত্তি না পাওয়ায় তোলপাড়

ভোলা প্রতিনিধি

ভোলায় ৩ দিন আগে প্রকাশিত প্রাইমারি স্কুল বৃত্তির তালিকায় শহরের নামিদামি স্কুলের শীর্ষ মেধা তালিকার শিক্ষার্থীরা বৃত্তি না পাওয়ায় এবং তা পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ না থাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ জেলা শহরের প্রথম শ্রেণীর প্রাইমারি স্কুলগুলোর বেশিরভাগ মেধাবী শিক্ষার্থী বঞ্চিত হওয়ায় স্কুল প্রধানসহ অভিভাবকদের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ তুলে ধরার পাশাপাশি মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানান অভিভাবকরা। তাদের অভিযোগ, জেলা শহরের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর গত বছর অনেকেই উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের জন্য লিখিত আবেদন করে। ওই সময় মূল্যায়নে ২৮৩ জনের মধ্যে ১৫০ জনের খাতায় নম্বর বাড়লেও নীতিমালার অজুহাতে তা গ্রহণ করা হয়নি। এ নিয়েও শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের অন্ত নেই। এদিকে তাড়াহুড়া করে সঠিকভাবে অনেক খাতাই মূল্যায়ন করা হয়নি— এমন অভিযোগ স্বীকার করেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু করার নেই বলেও জানান তারা। জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এবারই প্রথম প্রাইমারি সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় প্রেরণ করা হয়। এমনকি শিক্ষকরা টানা ৩ দিনের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসে বসেই প্রত্যেকজন ২০০ থেকে ২৫০টি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন। শিক্ষকরা জানান, এভাবে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই ভুল থেকে যায়। অন্যান্য উপজেলার উত্তরপত্র মূল্যায়নে গড়মিলের নম্বর দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় হওয়া অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী জিপিএ৫ পেলেও বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভোলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাকিরুল ইসলাম অভিযোগ করে জানান, তার স্কুলে মেধাবী ১০/১২ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ওই স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া সৌরভ গাঙ্গুলী, দ্বিতীয় হওয়া আল্লামা নাশরুতি, তৃতীয় হওয়া তাহমিদ আহমেদ শিহান, চতুর্থ হওয়া মাশরুফ তানিম খান অনিক, পঞ্চম হওয়া ইশতিয়াক মুহিন অর্পিত, সপ্তম হওয়া অপূর্ব দত্ত, নবম হওয়া বাশিদুনা আফসিন, নিশাত তাসনিম ফাহিম হোসেন ১২শহ শীর্ষ মেধা তালিকার ১০/১২ জন বৃত্তি না পাওয়ায় তা নিয়ে এখন তোলপাড় চলছে। অভিভাবক ডাক্তার হেলেন, মোয়াজ্জেম আলী মিরাজ, আবদুল হামিদ খান, অ্যাডভোকেট শহরের পাতুনী জানান, তারা এ ঘটনার তদন্ত চান। প্রয়োজনে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানান। প্রাইমারি সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় জেলা শিক্ষা অফিসারের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে ছিলেন পিটিআই'র সুপার শিরিন শবনম। তিনি জানান, ওই সময় খাতা মূল্যায়নের জন্য ২৮৩ জন আবেদন করেন। এর মধ্যে ১৫০ জনের নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি অফিসের নির্দেশে বিষয়টি তদন্তের জন্য বরিশালের ডিডি মাহবুব এলাহী ভোলায় আসেন। নীতিমালায় খাতা পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ না থাকায় কেবল নম্বর গণনা করা হয় (রি-কাউন্ট)। এতে নামমাত্র কয়েকজনের নম্বর ঠিক করে দিল। ওই নম্বরই চূড়ান্ত করা হয়। জেলা শহরের চর জংলা প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলমগীর জানান, তার স্কুলের মেধাবী ৭ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।